তারিখ ... 19 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

অধ্যাপক তৌফিকের মৃতদেহ উদ্ধার

শোকস্তব্ধ বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ও বান্দরবান প্রতিনিধি ●

রুমা উপজেলার রিজুক ঝরনায় নিখোঁজ পর্যটক অধ্যাপক তৌফিক সিদ্দিকীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহতের পরিবার রুমা উপজেলায় অবস্থান করছেন। এদিকে তৌফিক সিদ্দিকীর মৃত্যুতে কাঁদছে তার কর্মস্থল বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ ক্যাম্পাসে সৃষ্টি হয়েছে শোকাবহ পরিবেশ।

রুমা থানার ওসি শরিফুল ইসলাম জানান, রিজুক ঝরনার পানিতে যেখানে নিখোঁজ হয়েছিলেন ওই শিক্ষক, সেখানেই পাওয়া গেছে মৃতদেহটি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি সূত্র জানায়, গত শনিবার বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তৌফিক সিদ্দিকী ও তার পরিবারসহ ১৭ জন বান্দরবান থেকে রুমা উপজেলার দর্শনীয় স্থান রিজুক ঝরনা এলাকায় ভ্রমণে যান। ঝরনায় গোসল করতে নেমে সাঁতার কাটার সময় পানিতে ডুবে গিয়ে নিখোঁজ হন তৌফিক। সেনাবাহিনী ও পুলিশসহ স্থানীয়রা দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন মো. তৌফিক সিদ্দিকী। ছাত্র-শিক্ষক সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়জন। সদালাপি এই শিক্ষক সাদাসিদে জীবনযাপন করতেন। তার মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না কেউই।

ঈদ অবকাশে তৌফিক সিদ্দিকীর সঙ্গী হয়েছিলেন এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

শোকস্তব্ধ বগুড়া সরকারি

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ঘনিষ্ঠ বন্ধু নওগাঁ সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান মোহসিন কবির। তিনি মুঠোফোনে জানান, ঈদের অবকাশ ছুটি কাটাতে তারা স্বপরিবারে বান্দরবান বেড়াতে যান। তৌফিক সিদ্দিকীর সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী-কন্যা। সবাই উঠেছিলেন বান্দরবন জেলা শহরের একটি মোটেলে। শনিবার জেলা শহর থেকে রুমা উপজেলার রিজুক ঝর্ণা দেখতে যান তারা। সেখানে গোসল করতে নেমে প্রবল স্রোতে ভেসে যান তৌফিক সিদ্দিকী।

আজিজুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্র আব্দুল মতিন, আমিনুল ও রাহাত জানান, স্যার ছিলেন অতি সাধারণ একজন মানুষ। একজন অধ্যাপক হবার পরেও তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতেন বাবার মতো; বন্ধুর মতো। তার মর্মান্তিক মৃত্যু আমরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না।

একই কলেজের ছাত্রী রুমানা হক, ফাওজিয়া মোহসিন ও নুসরাত বললেন, আমাদের একজন বড় অভিভাবক আজ থেকে হারিয়ে গেলেন। টেলিভিশনে সংবাদ দেখার পর সৃষ্টিকর্তার কাছে কতো চাইলাম, তিনি যেন জীবিত উদ্ধার হন। কিন্তু চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আমরা তার এই মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ সামস-উল আলম বলেন, তৌফিক সিদ্দিকীর গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। তিনি রাজধানীর নওয়াবপুর হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর করেছেন। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করলেও তার পরিবার থাকতেন ঢাকায়। চাকরির কারণে তিনি থাকতেন বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকার একটি বহুতল ভবনে। তার স্মরণে গতকাল কলেজে শোক প্রস্তাবসহ নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়া আগামীকাল মঙ্গলবার কলেজ ক্যাম্পাসে শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।